European Union

Empowered lives. Resilient nations.

বাংলাদেশে
গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ
(২য় পর্যায়) প্রকল্প

উচ্ছ্বাস

নিউজলেটার। ইস্যু ১ ও ২। জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প ২য় পর্যায়ে ১,০৮০ ইউনিয়নে সম্প্রসারণ

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ গত ৯ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকায় "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের সম্প্রসারণ" নামের একটি উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল প্রকল্পের পাইলট পর্যায়ে (২০০৯-২০১৫) অর্জিত সাফল্যগুলোর স্বীকৃতি প্রদান, এ নিয়ে পর্যালোচনা, প্রকল্পের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে তুলে ধরা যাতে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম তাদের সার্বিক সহায়তায় আরো সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল মালেক, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মারিও রনকনি, মিনিস্টার-কাউন্সিলর, হেড অব কো-অপারেশন, হেড অফ ইউনিট, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি বাংলাদেশ। জনাব ইকরামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের পাইলট এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অংশীজন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাসহ মোট ১৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী সাধারণ জনগণও এতে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী বলেন, "বাংলাদেশ সরকার বিচার ব্যবস্থায় বেশ কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা করেছে যা আদালতের সময়, খরচ এবং উপস্থিতির সংখ্যা কমাবে, এটি গ্রাম আদালত ব্যবস্থাতেও প্রতিফলিত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে বিচার ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে।" "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে, যা মূলধারার বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্থায়িত্বশীল হবে", জানালেন জনাব মারিও রনকনি। জনাব আব্দুল মালেক বলেন, "গ্রাম আদালত আইন ২০১৩ এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের পাইলট ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে মোট ১,৪৩১টি ইউনিয়ন গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট ইউনিয়নগুলোর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। তাই, সরকার সারাদেশে এজলাস স্থাপন, গ্রাম আদালত ফরম এবং রেজিস্টার বিতরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।"

জনাব ইকরামুল হক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় এবং তাদের অনুপ্রাণিত করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।

ভিতরের পাতায়

এক নজরে প্রকল্প; প্রকাশনাসমূহ *পৃষ্ঠা ২*
অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; যুব কর্মশালা *পৃষ্ঠা ৩*
ফটো ফিচার *পৃষ্ঠা ৪ ও ৫*
বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে পরামর্শ সভা *পৃষ্ঠা ৬*
জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা *পৃষ্ঠা ৬*
গণমাধ্যমে প্রকল্পের সংবাদসমূহ *পৃষ্ঠা ৭*
অর্ধ-বার্ষিক সমন্বয় সভা; বার্ষিক পরিকল্পনা কর্মশালা *পৃষ্ঠা ৮*

এক নজরে প্রকল্প

কর্মএলাকা

৮ বিভাগ

২৭ জেলা

১২৮ উপজেলা

১,০৮০ ইউনিয়ন

ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত

১১,৯৬০ সেবা প্রদানকারীর দক্ষতাবৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

২১,৩৬৭ মামলা গৃহীত

গ্রাম আদালতে মামলার নিষ্পত্তি

১৪,৪২৭ মামলা নিষ্পত্তি

১১,৯৮৮ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত

২ কোটি মানুষের কাছে সেবা পৌঁছাবে

প্রকাশনাসমূহ

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প এবং ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং পুল (ডিটিপি) এর সদস্যগণ গ্রাম আদালতের সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের জন্য এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ব্যবহার করে। এ ম্যানুয়েলটি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) প্রত্যায়ন করেছে

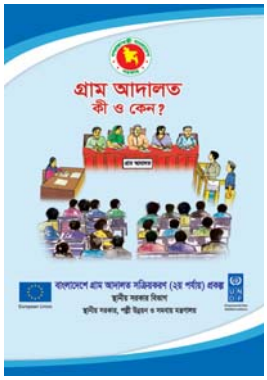

গ্রাম আদালতের বিভিন্ন আইনগত বিষয়াদি ও প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য "গ্রাম আদালত কী এবং কেন?"এ পকেট কার্ডটি একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে

জনসচেতনতা বাড়াতে ফি সহ গ্রাম আদালতের বিভিন্ন মূল বার্তা সম্বলিত "গ্রাম আদালত" পোস্টারটি ভূমিকা রাখছে

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন অংশীজনকে জানানোর জন্য একটি ব্রশিয়র প্রকাশ করেছে।

গ্রাম আদালতের বিভিন্ন সেবা বর্ণনা করে প্রকাশিত "গ্রামের বিরোধ গ্রামেই নিষ্পত্তি করি" লিফলেটটি জনসচেতনতা বাড়াতে প্রকাশিত হয়েছে

স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বাড়াতে ১,০৮০ গ্রাম আদালত সহকারী উঠান বৈঠকে নিয়মিত এ ফিপচার্টটি ব্যবহার করে থাকে

গ্রাম আদালতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প ২০১৭ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১১,৯৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীগণ মূলত গ্রাম আদালত আইন ২০০৬, গ্রাম আদালত বিধি ২০১৬, গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়া ও ধাপসমূহ, প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এ প্রশিক্ষণগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ঢাকা পর্যায়ে একটি মাস্টার ট্রেইনার দল এবং জেলা পর্যায়ে ২৭টি জেলা প্রশিক্ষণ দল (ডিটিপি) গঠন করেছে। পরবর্তী সময়ে ডিটিপি এর সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য এবং গ্রাম আদালত সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নির্দেশনায় ও সহায়তায় প্রকল্প এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে এবং ডিটিপি-এর সদস্যগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

মাস্ট্রার ট্রেইনার দল গঠন

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনআইএলজি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দকে নিয়ে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মাস্টার

ট্রেইনার দল গঠন করে। এ দলকে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং পুল (ডিটিপি) গঠন

এনআইএলজি-এর সহযোগিতায় ২৭টি ডিটিপি'র মোট ৩১৫ সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তারা ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ, গ্রাম আদালত সহকারী ও গ্রাম পুলিশদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

১২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি ডিটিপি-তে রয়েছেন, লিগ্যাল এইড অফিসার, জাতীয় আইন সহায়তাকারী সংস্থা; অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ; উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর; উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর; জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর; সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাসমূহ (ব্লাস্ট/ইএসডিও/এমএলএএ/ওয়েভ ফাউন্ডেশন) এর জেলা ও উপজেলা সমন্বয়কারী এবং বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর।

ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডিটিপি সদস্যগণ উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দের নেতৃত্বে ১,০২৮ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ১,১১৯ জন প্যানেল চেয়ারম্যান, ১,০৩৫ জন সচিব এবং ৭,৭০৩ জন ইউপি সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এছাড়াও ১,০৭৫ জন গ্রাম আদালত সহকারীদের গ্রাম আদালত বিষয়ে সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণে যুব সমাজের অংশগ্রহণ

গ্রামীণ জনগণের মাঝে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং এ ব্যাপারে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করতে গত নভেম্বর ২০১৭ সালে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প-এর কর্মএলাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,০৮০টি যুব কর্মশালার আয়োজন করেছে। এ কর্মশালাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো, স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গ্রাম আদালত সংক্রান্ত বার্তা প্রচার করতে যুব সমাজের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এ কর্মশালাগুলোতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন ক্লাব, যুব-সমিতি, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, কৃষক, দিনমজুর, ব্যবসায়ী, পল্লী চিকিৎসকসহ প্রায় ৪৫,৭৯৭ তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

এ কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীগণ নানা কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করেন। এছাড়াও তারা তাদের বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, যুব ক্লাব এবং অন্যদের মধ্যে গ্রাম আদালত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরার বিষয়ে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন। অংশগ্রহণকারীগণ এ কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে গ্রাম আদালতের সুবিধা, এর কার্যক্রম, বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার পাশাপাশি তারা কীভাবে গ্রামীণ জনগণের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে অবদান রাখতে পারেন এ সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। এছাড়াও কর্মশালাগুলোতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য অংশীজন বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে যুব সমাজের ভূমিকার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন।

স্থানীয় জনগণ বিশেষত: নারী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গ্রাম আদালত সহকারী (ভিসিএ) উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। ২০১৭ সালে ১,০৮,৮৬৮টি উঠান বৈঠকে ১৮,৩৮,৭২৬ (১২,৫০,৬০৪ নারী) গ্রামীণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং স্থানীয় জনগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন

গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত র‍্যালির একজন অংশগ্রহণকারী; ১,০৮০টি ইউনিয়নে আয়োজিত ১,৯০৬টি র‍্যালিতে তার মতো ৩,৮৩,৭৫৫ স্থানীয় জনগণ (১,২১,৫৪৫ নারী) অংশগ্রহণ করেছেন

ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্থানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীগণ গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণে তাদের আগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের অঙ্গীকার করেন

ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে স্থাপিত গ্রাম আদালত সাইনবোর্ডটি এর বিস্তারিত সেবা সম্পর্কে জানতে সম্ভাব্য সেবাগ্রহীতাদের আগ্রহী করে তুলছে

গ্রাম আদালত সহকারী স্থানীয় জনগণকে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে স্বল্পমূল্যে, সহজে এবং কার্যকরী সেবা নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন

বিনোদনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয় জানতে স্থানীয় জনগণ গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত একটি নাটক দেখছে, যাতে তাদের ছোটোখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সেবা সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি এর প্রতিনিধিবৃন্দ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প"-এর প্রজেক্ট ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে 'প্রজেক্ট ডকুমেন্ট' অনুসরণ করে ২০১৭ সালে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়

ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রকল্পের সম্প্রসারণ উদযাপন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন জনাব আব্দুল মালেক, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (পিএসসি) এর সদস্যগণ এক সভায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে নীতি নির্দেশনা প্রদান ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধনের জন্য তাদের সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন

গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধিগণ একটি প্রচার বিষয়ক (আউটরিচ) কর্মশালায় তাদের সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন। প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি প্রচার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে

পার্বত্য চট্টগ্রামে "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প"-এর সম্ভাব্য সম্প্রসারণ বিষয়ে আয়োজিত 'মতবিনিময় সভা'য় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতামত ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরছেন

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেন

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলায় স্থানীয় জনগণের সঙ্গে গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে মতবিনিময় করছেন।

গ্রাম আদালত কার্যকর করতে বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে পরামর্শ সভা

গত অক্টোবর ও নভেম্বর ২০১৭ সালে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে ৬টি পরামর্শ সভা আয়োজন করেছে। এ জেলাগুলো হলো গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নোয়াখালী, জামালপুর, সিলেট এবং নওগাঁ। এ সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের গ্রাম আদালত, গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে প্রধান বাধাসমূহ ও প্রকল্পের পাইলট পর্যায়ের সাফল্য ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা। এর পাশাপাশি গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলাসমূহ জেলা আদালত হতে গ্রাম আদালতে প্রেরণ করতে তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করা।

গ্রাম আদালতকে কার্যকর করতে বিচার বিভাগ ও পুলিশের সম্পৃক্ততা এবং তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গ্রাম আদালত-এর এখতিয়ার বর্হিভূত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য আদালতে প্রেরণ করতে পারে। একইভাবে বহু ছোটোখাটো মামলা থানায় বা আদালতে না গিয়েও গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা যায়। একটি পরামর্শসভায় নোয়াখালী জেলার মাননীয় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জনাব আকরব হোসেন মৃধা বলেন, "গ্রাম আদালত সক্রিয় হলে জনগণের অনেক দুর্দশা লাঘব করা সম্ভব, একই সঙ্গে এটি আদালতের ওপর চাপ ও মামলার জট কমাবে। এ ক্ষেত্রে একটি প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রাম আদালতের ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ানো।"

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ আদালত থেকে মামলা প্রেরণ করার প্রক্রিয়া সহজ করতে বিচার বিভাগ ও পুলিশকে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম এবং এর কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রয়োজন বলে মনে করেন। তারা আরো বলেন, পুলিশ সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে গ্রাম আদালত সম্পর্কে প্রচার চালিয়ে জনগণের ভোগান্তি লাঘব করতে ভূমিকা রাখতে পারে। একইভাবে আদালত ও থানা থেকে কীভাবে মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা যাবে তার কর্মকৌশল তৈরি করা আবশ্যক।

'জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ে কৌশলপত্র প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন

স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে গ্রাম আদালতের বিচারিক সেবা লাভের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে তৃণমূলের দরিদ্র নারী-পুরুষের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য উপযুক্ত জনসচেতনতামূলক পদক্ষেপ কী হতে পারে সে সম্পর্কে সুপারিশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৭ সালে জেলা পর্যায়ে চারটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং খুলনা জেলায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প আয়োজিত এ সভাগুলোতে মোট ১৪৩ জন (৫৮ নারী) অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পুরুষ ও নারী সদস্য, নারী উন্নয়ন ফোরামের প্রতিনিধি, স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এই পরামর্শ সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ জানান, প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণের অভাব গ্রাম আদালতে নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমান বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। তারা আরো বলেন, গ্রাম আদালত সংক্রান্ত আইনের বিধান সম্পর্কে বিরোধীয় পক্ষসমূহের অজ্ঞতা, নারী প্যানেল সদস্যদের প্রতি পক্ষসমূহের আস্থার অভাব এবং নারীদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে পক্ষসমূহের অনিচ্ছা ও অন্যান্য বিষয় গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে।

এই পরামর্শ সভাসমূহ থেকে গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ব্যাপক আকারের সচেতনতামূলক এবং আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ গ্রাম আদালত সম্পর্কিত নাগরিক সনদ তৈরি করা, উঠান বৈঠক ও কমিউনিটি সভা করা, পথ নাটকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি পরিচালনারও পরামর্শ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে স্থানীয় যুবসমাজ (নারী-পুরুষ), ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

গণমাধ্যমে প্রকল্পের সংবাদসমূহ

সংবাদপত্র (প্রিন্ট ও অনলাইন) এবং টেলিভিশনে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প-এর বিবিধ তথ্য সহস্রাধিক সংবাদে উঠে এসেছে। এসব সংবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ, র‌্যালি, কর্মশালা, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ইত্যাদির খবর। নিয়মিতভাবে প্রকাশিত বা প্রচারিত এসব সংবাদে গ্রাম আদালত কীভাবে অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচারিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম আদালতের ওপর জনসচেতনতা বাড়াতে ৪টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে (চ্যানেল আই, এনটিভি, আরটিভি ও সময় টিভি) একটি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে।

সমকাল

সোমবার ১০ এপ্রিল ২০১৭

গ্রাম আদালতে ৭০ লাখ মানুষ বিচার পেয়েছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সাত বছরে ৭০ লাখেরও বেশি মানুষ বিচার পেয়েছে। এই সময়ে ৬৯ হাজার ২০০টি মামলা সমাধান করা হয়েছে। জেলা আদালত থেকে বিচারযোগ্য ছয় হাজার মামলা গ্রাম আদালতে পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেকটি মামলা নিষ্পত্তিতে সর্বোচ্চ ২৮ দিন সময় লেগেছে। গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প-দ্বিতীয় পর্যায়' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আব্দুল মালেক। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করছে। গ্রাম আদালত এমন একটি সেবা, যা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি বাড়াতে সহায়তা করছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করতে ২ থেকে ৩ বছর সময় লেগে যেত। কিন্তু গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২৮ দিনে তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সেমিনারে তথ্য

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি স্থানীয় সরকার বিভাগের এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি মারিও রনকোনি বলেন, বাংলাদেশের সামাজিক বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে, বেশিরভাগ লোক বিশেষ করে নারী ও শিশুরা যাতে বিচারের সুযোগ এবং বিবাদের সমাধান পেতে পারে সেজন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অঙ্গীকার বজায় রেখেছে।

ইউএনডিপির বাংলাদেশের পরিচালক সুদীপ্ত মুখার্জী বলেন, বাংলাদেশ সরকার জনগণের সুবিচার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএনডিপির মধ্যকার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকারের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্ভব।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ৮ বিভাগের ২৭ জেলার ১২৮ উপজেলার এক হাজার ৮০ ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ২ কোটি ১০ লাখ গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগণ উন্নত আইনি সহায়তা পেয়েছে। এর আগে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পের মধ্যে ৬ বিভাগের ৩৫১ ইউনিয়নে ২৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৭ মানুষ বিচারিক সুবিধা পেয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

কালীগঞ্জে গ্রাম আদালত সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‌্যালি

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) : কালীগঞ্জের মোক্তারপুর ইউনিয়নে রবিবার সকালে গ্রাম আদালত সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার বিভাগের গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে ও মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের (এমএলএএ) সহযোগিতায় মোক্তারপুর ইউনিয়ন পরিষদ এ র‌্যালির আয়োজন করেন। র‌্যালি শেষে পরিষদের সামনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী মো. হাবীবুল্লাহর পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান মো. শরীফুল ইসলাম সরকার তোরণ, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান আরমান প্রমুখ — ইত্তেফাক

The Daily Star

12:00 AM, September 19, 2017 / LAST MODIFIED: 12:00 AM, September 19, 2017

To make village courts effective

Mohammad Tarikul Islam

In rural Bangladesh, conflict management has been apparent over the years. The Village Courts Act of 2006, which replaced and updated the Village Courts Act of 1976, provides for the establishment of a court in every Union Council. Village Courts are comprised of a panel of five: the Union Council's chairman; two other Union Council members, one of whom is chosen by each party in the dispute; and then two additional citizens, who are also chosen by the parties respectively. The Courts have jurisdiction over civil disputes valued up to BDT 75,000. They also have jurisdiction over some crimes, including assault and theft, though they do not have the power to fine or imprison; rather they can grant simple injunctions and award compensation up to BDT 75,000. Administratively, the nodal department in charge of Union Councils is the Local Government Division (LGD) within the Ministry of Rural Development and Local Government. Village Courts and Arbitration Councils are also under the supervision of LGD, rather than of the Ministry of Law, Justice, and Parliamentary Affairs. This placement reflects the distinctiveness of the Village Courts and Arbitration Councils from the rest of the judicial system as Village Courts and Arbitration Councils are more local and less legal.

Village Courts are largely defunct and Union Council members have little knowledge of the Village Courts Act. The conflict-management system in Bangladesh is still inefficient, often favouring those parties with better financial means or with close contact to institutions. Poor and marginalised groups are clearly disadvantaged. Nepotism and corruption hinder smooth conflict resolution processes. Traditional conflict management and resolution procedures (mediation of elite villagers, shalish) and the intervention of Union Council seem to work well for small-scale conflicts. Nevertheless, their efficiency is severely limited in most land ownership-related conflicts.

Meanwhile, development partners (UNDP and EU) extending their technical support to the Ministry of Local Government Division for transformation of the local justice system on the basis of equity and inclusion within the context of broader local governance reform in Bangladesh. Village Courts can help to bridge between Bangladesh's informal and formal justice institutions in providing a fair arbitration process leading to delivering justice and human security. With a view to enhancing the fairness of Village Courts, policy makers can deem limiting the authority of the Union Council chairman, inclusion of refusal rules, requirements of public announcement of the sessions, and the right of parties to exclude a panelist. Insisting that Village Courts apply the general body of substantive formal law may be unworkable and imprudent. But fairness may be served by specifying a core set of fundamental rights with which Village Court decisions would be required to comply.

প্রথম আলো

তিন মাসে সর্বোচ্চ মামলা নিষ্পত্তি ভোলায়

গ্রাম আদালতে বিচার

ভোলা প্রতিনিধি ●

সারা দেশে গত তিন মাসে (আগস্ট-অক্টোবর) গ্রাম আদালতে সবচেয়ে বেশি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ভোলায়। এ জন্য মন্ত্রিপরিষদ ভোলা জেলা প্রশাসককে ধন্যবাদপত্র পাঠিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক মিলনায়তনে 'গ্রাম আদালত প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং করণীয়' শীর্ষক অর্ধবার্ষিক সমন্বয় সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

সভা শুরু হয় দুপুর ১২টায়। এতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ৬৯টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গ্রাম আদালত পরিচালনা করার বাধাগুলো উল্লেখ করেন।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাং সেলিম উদ্দিন। তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ ভোলা জেলা প্রশাসককে ধন্যবাদপত্র প্রদান করেছে। কারণ, চলতি বছরে ভোলার গ্রাম আদালতে গত ৩ মাসে (আগস্ট-অক্টোবর) ৭৯৯টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, যা ছিল সারা দেশের গ্রাম আদালতের মধ্যে সর্বোচ্চ। তিনি আরও বলেন, গ্রাম আদালতকে জনপ্রিয় করার জন্য উঠান বৈঠক, মসজিদ, মন্দির ও একটি বাড়ি একটি খামারের সভায় ফলপ্রসূ সভা করা দরকার।

চলতি বছরে ভোলার গ্রাম আদালতে গত ৩ মাসে (আগস্ট-অক্টোবর) ৭৯৯টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, যা ছিল সারা দেশের গ্রাম আদালতের মধ্যে সর্বোচ্চ

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন সহকারী পুলিশ সুপার সাফিন মাহমুদ, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. নজরুল ইসলাম ও মো. শাহাদাত হোসেন এবং জেলা সমন্বয়কারী সুকুমার মিত্র। বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালতে যে পাঁচজন বিচারক নিয়োগ করা হয়, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka Tribune

12/18/2017 PM gives 23-point directives to DCs | Dhaka Tri

PM gives 23-point directives to DCs

Honourable Prime Minister Sheikh Hasina Tribune File Photo

Three-day DCs Conference-2017 began on Tuesday

Prime Minister Sheikh Hasina has given 23-point directives to the deputy commissioners (DCs).
She gave the directives while inaugurating the three-day DCs Conference-2017 at the Prime Minister's Office in Dhaka on Tuesday, reports the BSS.

Following are the directives:-

– Remain alert so that people don't become victims of harassment and deprivation in receiving government services.
– Work together with public representatives in establishing good governance at the grassroots level.
– Create new employments by strengthening rural economy so that the people don't become town-bound. Take steps so that the pressure of population on the towns is not increased.
– Take a motto for development of rural infrastructure and flourishing potential small and medium scale industries as well as alleviating poverty through generating employment.
– For minimising disparity between the rich and poor, take development programmes in such a way so that the highest number of people can get benefit from it. Ensure a balanced distribution of resources in building a disparity-less society.

সংবাদ

রাজিবপুরে গ্রাম আদালত শীর্ষক আলোচনা

প্রতিনিধি, রাজিবপুর (কুড়িগ্রাম)

জেলা পর্যায়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ক অর্ধ-বার্ষিক সমন্বয় সভা

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে গ্রাম আদালতের চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়নের বাধাসমূহ দূরীকরণ এবং কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করতে প্রকল্পভুক্ত ২৭টি জেলায় গত নভেম্বর ২০১৭ সালে অর্ধ-বার্ষিক সমন্বয় সভার আয়োজন করে। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভাগুলোতে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার প্রধান অতিথি এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রমুখ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশিক্ষণ পুলের সদস্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গণমাধ্যম প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এ সমন্বয় সভাগুলোতে গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতকরণ, মামলা নিবন্ধনে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীর নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভার অংশগ্রহণকারীগণ গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার পাশাপাশি তাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প গত ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সিলেটের হবিগঞ্জে একটি বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা আয়োজন করে। জনাব ইকরামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব এমদাদ উল্লা মিয়ান, যুগ্ম সচিব (ইউপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

এ কর্মশালায় প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিবিধ কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহ এবং সাফল্য অর্জনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালা শেষে ২০১৮-২০১৯ সালের দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। জনাব এএইচএম হাবিবুর রহমান ভুঁইয়া, যুগ্ম সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব আব্দুর রশিদ, যুগ্ম পরিচালক, এনআইএলজি, জনাব মাসুদ আহম্মদ, যুগ্ম সচিব, জনাব লিয়াকত আলী, যুগ্ম প্রধান, জনাব সাইফুর রহমান, সহকারী প্রধান, ড. সৈয়দা নওশীন পর্ণিনী, সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব গোলাম মোঃ বাতেন, সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনাব সাইফুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, আইএমইডি, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহের সংশ্লিষ্ট ২৭ জেলার উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ইউএনডিপি-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব ইকরামুল হক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। তিনি উল্লেখ করেন, "এ প্রকল্পটি গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে প্রথম পর্যায়ে ৩৫১টি ইউনিয়নে কাজ করেছে, বর্তমানে ২য় পর্যায়ে ১,০৮০টি ইউনিয়নে কাজ করছে। আমাদের এখন প্রকল্প এলাকার বাইরে সারা দেশে গ্রাম আদালতের সেবা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে।"

ইউএনডিপি বাংলাদেশের সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এডভাইজর মিস শায়লা খান বলেন, "তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএস) সমন্বয়ের জন্য ইউএনডিপি-এর প্রকল্প, সরকার এবং অন্য অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতা বাড়ানো দরকার"। তিনি নিয়মিত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং অন্য অংশীজনদের সঙ্গে বিভাগীয় পর্যায়ে ত্রৈমাসিক সভা করার ওপর জোর দেন।

বিস্তারিত তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
আইডিবি ভবন (১২ তলা), শেরে বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১৮৩৪৬৬-৮